90

মহামুনি-পাণিনি-প্রণীতম্

বৈদিকব্যাকরণম্

ভট্টোজিদীক্ষিত-বিরচিত-বৃত্তি-সহিতম্

বঙ্গানুবাদসহিতঞ্চ

শ্রীশ্যামাচরণকবিরত্নেন সম্পাদিতম্

ডঃ শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়েন পরিদৃষ্টঞ্চ

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

বিজ্ঞাপন

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও কোনও পরীক্ষায় ও উপাধিপরীক্ষায় বেদের কিয়দংশ পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, এবং আর্য্যদিগের ক্রিয়াকাণ্ড পদ্ধতিতেও অধিকাংশ বৈদিক মন্ত্র প্রচলিত থাকায় পৌরোহিত্যপরীক্ষার্থী, পৌরোহিত্যশিক্ষার্থী ও পুরোহিতদিগকে সেই সকল মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। বৈদিক ব্যাকরণ না জানিলে বৈদিক পদ সাধনে অভিজ্ঞতা জন্মে না ; সুতরাং সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরও বৈদিক প্রয়োগে পদে পদে বিষম সন্দেহ ঘটে। এই কারণে উক্তবিধ পরীক্ষার্থী, এবং সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ পৌরোহিত্যশিক্ষার্থী ও পুরোহিতদিগের নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া এই বৈদিক ব্যাকরণ বঙ্গানুবাদ-সহকারে প্রকাশিত হইল।

বৈদিক ব্যাকরণ পৃথক্ গ্রন্থ নহে। পাণিনি-ব্যাকরণ অষ্টাধ্যায়ে বিভক্ত বলিয়া উহার নাম পাণিনীয়াষ্টক বা অষ্টাধ্যায়ী ; উহার প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটি করিয়া পাদ ও কতকগুলি করিয়া সূত্র আছে। বৈদিক ব্যাকরণের সূত্রগুলি সেই অষ্টাধ্যায়ীরই অন্তর্গত। পাণিনি লৌকিক পদ সাধনের সূত্রগুলির সঙ্গে সঙ্গেই গুণ-বৃদ্ধ্যাদি-প্রকরণ-অনুসারে বৈদিক পদ সাধনের সূত্রগুলিও সন্নিবেশিত করিয়াছেন। 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'কার ভট্টোজিদীক্ষিত ঐ অষ্টাধ্যায়ী হইতেই লৌকিক প্রক্রিয়ার সূত্রগুলির পৃথক্ করিয়া সন্ধি-শব্দপ্রভৃতি-প্রকরণ-অনুসারে ইতস্ততঃ বিপর্য্যস্তভাবে সজ্জিত করিয়াছেন, এবং বৈদিক প্রক্রিয়ার সূত্রগুলি যথাক্রমেই পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছেন। এইজন্য বৈদিক ব্যাকরণে এক প্রকরণের সূত্র ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ের দৃষ্ট হইবে। পাঠার্থীদিগের বোধসৌকর্য্যার্থে এই পুস্তকে সমস্ত সূত্রের কারাদিক্রমে একটি সূচী এবং প্রকরণ-অনুসারে অপর একটি সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভাষ্য বা টীকায় যে যে সূত্রের উল্লেখ আছে, পাঠার্থিগণ

সূত্রসূচী দেখিয়া সেগুলি অনায়াসে বাহির করিয়া লইতে পারিবেন, এবং নিজে কোনও পদ সাধিবার প্রয়োজন হইলে প্রকরণসূচী দেখিয়া সূত্র বাহির করিতে পারিবেন।

প্রত্যেক সূত্রের অন্তে যে তিনটি করিয়া অঙ্ক আছে, সেগুলি যথাক্রমে অষ্টাধ্যায়ীরই অধ্যায়, পাদ ও সূত্রের অঙ্ক ; এবং প্রথমে যে অঙ্কপাত করা হইয়াছে, তাহা এই পুস্তকেরই ক্রমানুযায়ী সূত্রাঙ্ক। যথা —

১। छन्दसि पुनर्व्वस्वोरेकवचनम् ।। १।२।६१ ॥

এই সূত্রটি এই পুস্তকের প্রথম সূত্র, এবং অষ্টাধ্যায়ীর প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ৬১ সূত্র। সূচীতে এই পুস্তকেরই ক্রমানুযায়ী অঙ্ক নির্দেশ করা হইয়াছে। "বক্তব্য" সূত্রগুলি বার্ত্তিক (বৃত্তিস্থ অর্থাৎ বৃত্তিকার কাত্যায়নের কৃত) বলিয়া উহাদের শেষে কোনও অঙ্ক নাই।

সূত্রের শেষে ঐরূপ অঙ্কপাত করিবার চারিটি কারণ আছে — (১) সিদ্ধান্তকৌমুদীতে যে ভাবে সূত্রগুলি সাজান হইয়াছে, তাহাতে কোন্ সূত্র হইতে কোন্ পদের কোন্ সূত্রে অনুবৃত্তি হইল, তাহা বুঝা যায় না ; তজ্জন্যই কৌমুদীকার ঐরূপ অঙ্কপাত করিয়া এবং বৃত্তিতে অনুবৃত্ত পদগুলি বসাইয়া শিক্ষার্থীদিগের সর্ববিষয়ে সন্দেহভঞ্জন করিয়াছেন। (২) "বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম্" (তুল্যবল সূত্রদ্বয়ের প্রাপ্তিসন্দেহে পরসূত্র পায়) এই নিয়ম থাকায়, অঙ্কপাত না থাকিলে কোন্‌টি পূর্বসূত্র ও কোন্‌টি পরসূত্র, তাহা জানা যায় না। "পূর্বত্রাসিদ্ধম্'চ (পরসূত্রে কার্য্য পূর্বসূত্রের কার্য্য বিষয়ে অসিদ্ধ অর্থাৎ হয় নাই বলিয়া গণ্য) এই নিয়ম থাকায়, পৌর্বাপর্য্য-বোধের জন্য অঙ্কপাত আবশ্যক। (৩) "অসিদ্ধবদত্রা ভাৎ" (আভীয় প্রকরণে অর্থাৎ ৬।৪।২৩ হইতে ৬।৪।১৩৫ পর্যন্ত সূত্রগুলির মধ্যে এক সূত্রের কার্য্য অন্য সূত্রের কার্যের পক্ষে অসিদ্ধ) এই নিয়ম থাকায়, অঙ্কপাত না থাকিলে কোন্‌গুলি আভীয় প্রকরণের সূত্র, তাহা বুঝা যায় না।

[কৌমুদীকার অঙ্কপাত করিয়া সূত্রগুলিকে এরূপ ভাবে বিশদ করিলেও একটি বিষয়ে অনেক বৈয়াকরণকে মহাভ্রমে পতিত দেখা যায়। তজ্জন্য

তাঁহাদের ছাত্রগণের বা তাঁহাদের প্রণীত ব্যাকরণপাঠীদিগের ঐ বিষয়ে যে কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহার অপনয়ন আবশ্যক বোধেই তাহা উল্লেখ করিতেছি। —

সিদ্ধান্তকৌমুদীতে কৃৎপ্রকরণে "তুমুন্‌ণ্বুলৌ ক্রিয়ায়াং ক্রিয়ার্থায়াম্ ॥ ৩।৩।১০॥" এই সূত্রের পরেই "সমানকর্ত্তৃকেষু তুমুন্ ॥ ৩।৩।১৫৮॥" সূত্রটি আছে। তাহা দেখিয়া তাঁহারা 'এককর্ত্তৃকতা না হইলে তুমুন্ হয় না' এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু ঐ সূত্রদ্বয়ের অঙ্কপাত দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উহারা বাস্তবিক অব্যবহিত পূর্বাপর সূত্র নহে — উহাদের মধ্যে ১৪৭ টি সূত্র ব্যবধান আছে। দ্বিতীয় সূত্রের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তি "ইচ্ছার্থেষু লিঙ্‌লোটৌ ॥ ৩।৩।১৫৭॥" সূত্রটি লকারার্থনির্ণয়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তদনুসারে পূর্বোক্ত দ্বিতীয় সূত্রের বৃত্তিতে আছে "ইচ্ছার্থেষু এককর্ত্তৃকেষু উপপদেষু ধাতোস্তুমন্ স্যাৎ" অর্থাৎ ইচ্ছার্থ ধাতুর প্রয়োগেই এককর্ত্তৃকতা হইলে তুমুন্ হয় ; সুতরাং অন্যত্র এককর্ত্তৃকতার অনিয়ম। সংক্ষিপ্তসার, মুগ্ধবোধ প্রভৃতির সূত্রেও তাহাই বুঝায়। সংক্ষিপ্তসারের টীকাকার গোয়ীচন্দ্র একটি উদাহরণও দিয়াছেন — "রাজ্ঞো ভোক্তুং মাষম্ আহরতি।" তদ্ভিন্ন "প্রজাসু বৃত্তিং যমযুঙ্‌ক্ত বেদিতুম্" (ভারবি), "চন্দ্রাপীড়মানেতুং রাজা বলাধিকৃতং বলাহকনামানং প্রাহিণোৎ" (কাদম্বরী) ইত্যাদি বহু কবিপ্রয়োগও আছে।]

যিনি যে ব্যাকরণই পাঠ করিয়া থাকুন, বৈদিক ব্যাকরণে তাঁহার অনায়াসে প্রবেশাধিকার জন্মাইবার জন্য এই পুস্তকের উপক্রমণিকায় সংজ্ঞা ও পরিভাষা নামে দুইটি অতিরিক্ত প্রকরণ সংযোজিত হইয়াছে। সংজ্ঞার মধ্যে কতকগুলি নূতনবিধ আগম, প্রত্যয় ও শব্দও সন্নিবেশিত হইয়াছে, এবং পরিভাষার সূত্রগুলির প্রথমে যথাক্রমে ক, খ প্রভৃতি চিহ্ন দেওয়া গিয়াছে। মূলে বা তাহার অনুবাদে নূতনবিধ সংজ্ঞা, আগম প্রভৃতির উল্লেখ দেখিলে পাঠ্যর্থিগণ, সংজ্ঞাপ্রকরণে তাহাদের বিবরণ দেখিতে পাইবেন। পরন্তু যে স্থলে ক, খ প্রভৃতি চিহ্ন আছে, সে স্থলে পরিভাষার সূত্র, ও যে স্থলে ১, ২ প্রভৃতি অঙ্ক আছে, সে স্থলে মূলের সূত্র দেখিয়া লইবেন।

বৈদিক-পদসাধনে কতকগুলির লৌকিক সূত্রেরও প্রয়োজন হয়, কোনও কোনও স্থলে "প্রতিশাখা"-অনুসারেও কার্য্যবিশেষ হইয়া থাকে, এবং পাণিনীয় উণাদিবৃত্তির মধ্যেও কতকগুলি বৈদিক সূত্র আছে। তৎসমুদায় পরিশিষ্টে দেওয়া গিয়াছে।

লৌকিক সূত্র দ্বারা যে সকল শব্দ নিষ্পন্ন হয়, সেগুলি লোকে (অর্থাৎ চলিত সংস্কৃতে) ও বেদে উভয়ত্রই প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; কিন্তু বৈদিক সূত্র দ্বারা যে সকল শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে, সেগুলি লোকে প্রযুক্ত হয়না, কেবল বেদেই তাহাদের প্রয়োগ দেখা যায়।

বৈদিক মন্ত্রগুলি পাঠ বা ব্যাখ্যা করিবার সময় বৈদিক ব্যাকরণ জানা থাকিলে, অথবা তদনুসারে মন্ত্রস্থ পদগুলি সাধিয়া লইলে, অন্তরে যে কিরূপ অপূর্ব আনন্দের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে পারা যায় না ; পাঠ্যার্থীরা স্বয়ংই অনুভব করিতে পারিবেন। ইতি —

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন